যায়যায়দিন

তারিখ 26 APR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

# পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে বাজেট ঘাটতি বাড়ছে

যাযাদি রিপোর্ট

পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রতি বছরই ব্যাপক হারে বাজেট ঘাটতি বাড়ছে। গত ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ইউনিভার্সিটিগুলোর, মোট বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৯.০২ কোটি টাকা। ইউনিভার্সিটি মঞ্জুরি কমিশন তাদের বার্ষিক রিপোর্টে এ ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে পাচটি ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে।

ইউনিভার্সিটি মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর এম আসাদুজ্জামান বলেন, দেশের সব ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম দক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ ও উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত সামগ্রিক কার্যক্রমকে সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য ইউনিভার্সিটি মঞ্জুরি কমিশনকে আইনগতভাবে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করা উচিত। পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর নিজস্ব আয় বৃদ্ধির বিষয়ে শুধু শিক্ষার্থীদের বেতন ও ভর্তি ফি বৃদ্ধি করে অর্থ আদায়ের চেষ্টা না করে অন্যদিকেও নজর দেয়া উচিত।

ইউনিভার্সিটিগুলোতে যে আর্থিক বিশৃঙ্খলা চলছে এবারের প্রতিবেদনে সে বিষয়ের ওপর জোর দেয়া হয়। এ জন্য কমিশন আর্থিক পৃ২ » ক১

# পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ব্যয়ে কৃচ্ছ ও স্বচ্ছতা এবং মান অর্জনে আরো গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। রিপোর্টে আর্থিক নীতিমালার সঠিক প্রয়োগের পরামর্শ দেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোকে ৫০৮ কোটি ৫৫ লাখ টাকা অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। এর মধ্যে ইউনিভার্সিটিগুলোর নিজস্ব আয় ছিল মাত্র ৪৮.৬৫ কোটি টাকা। ইউনিভার্সিটিগুলোর সামগ্রিক রাজস্ব বাজেটে নিজস্ব আয়ের পরিমাণ পাচ ভাগ থেকে ১২ ভাগ। কমিশন এ আয়কে অত্যন্ত নগণ্য হিসেবে মন্তব্য করে বলেছে, নিজস্ব আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটিগুলোকে অধিকতর সচেতন ও সময়োপযোগী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য একাডেমিক রিসোর্সের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। তবে এটা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত সবার আগে প্রয়োজন বলেও জানিয়েছে কমিশন।

রিপোর্টে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে বিরাজমান রাজনৈতিক সহিংসতায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ দেশের ইউনিভার্সিটিগুলো। ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশগুলোর কিছু কিছু বিধান সময়োপযোগী সংস্কার করে এ অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া থেকে ইউনিভা-র্সিটিগুলোকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে পাচটি পরামর্শ হলো যথাক্রমে : এক. ইউনিভার্সিটির ফান্ড বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা, দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। দুই. ইউনিভার্সিটিগুলোর নির্ধারিত বাজেটের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার জন্য মঞ্জুরি কমিশন গৃহীত কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থার আওতায় ইউনিভার্সিটিগুলোকে আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পালন করতে হবে। তিন. শিক্ষা বহির্ভূত খাতগুলো যেমন পরিবহন, বিদ্যুৎ, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে অবস্থিত স্কুল ও কলেজ খাতের অপচয় নিয়ন্ত্রণ করা। চার. ইউনিভার্সিটিগুলোর স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার হচ্ছে উল্লেখ করে কমিশন এ স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করে কমিশনের পূর্বানুমতি ছাড়া নতুন বিভাগ খোলা, শিক্ষক নিয়োগসহ অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ ও অনিয়মতান্ত্রিক আর্থিক সুবিধা প্রদানের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা এবং পাচ. ইউনিভার্সিটির শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে সঠিক ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা।

দেশের ছয়টি পুরনো ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, কর্মকর্তা ও পেনশনের হার বৃদ্ধি, ১০০ ভাগ পেনশন সমর্পণ এবং কোনো কোনো ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের পেনশন গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে ৬৫ বছর বৃদ্ধির ফলে পেনশনের ফান্ডে অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য সরকারের কাছে ইউনিভার্সিটি থেকে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি করা হয়েছে। ইউনিভার্সিটির পরিবহন খরচ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষক, কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত কারণে ইউনিভার্সিটির খরচে গাড়ি ব্যবহার করে থাকেন।

এছাড়া ইউনিভার্সিটির উপাচার্যের স্নেহভাজন শিক্ষক-কর্মকর্তারা সরকারি কাজ দেখিয়ে ব্যক্তিগত কাজে মাত্রাতিরিক্ত গাড়ি ব্যবহার করে থাকেন বলে অভিযোগ উঠেছে।